66
দৈনিক সংবাদ

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৯৪

08 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ১
২৪ শে বৈশাখ ১৩৯৪
শিক্ষা তথ্য ও ...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ছাত্রদের প্রতি আবেদন

বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে। ঢাকার প্রতিটি কলেজ নির্বাচনে একটি ছাত্রসংগঠন সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জয়ী হওয়ার পন্থা গ্রহণ করেছে। তিতুমীর কলেজে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিবাদে অন্যান্য ছাত্রসংগঠন নির্বাচন বর্জন করে। কলেজগুলোতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং নির্বাচনে কারচুপি গত বছর মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ওই ছাত্রসংগঠনটি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্তৃপক্ষ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি, সংঘর্ষ ও নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেছে।

ইডেন কলেজে নির্বাচনে কারচুপি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া সহিংসরূপ নিয়েছে। ইডেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের অফিস ভাংচুর করা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, নির্বাচনে কারচুপি হয়নি।

এটাও লক্ষণীয় যে, কখনই কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে নির্বাচন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ কিংবা অভিযোগে এস্টাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে সাধারণত কথা বলেন না। অতীতের এ ঐতিহ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের আমলেই দেখা গেছে।

মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজেও নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। একটি ছাত্র সংগঠন কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চাপ দেয়। তার আগে তারা বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সদস্য-সমর্থকরা ভোট-কেন্দ্রে আসতে না পারে সে ব্যবস্থা করে ফেলে। কিন্তু ভোট গ্রহণের মুখে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো একজোট হয়ে তাদের তাড়া করলে পালানোর মুখে যাদের পেয়েছে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। সেখানেও নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একই ধরনের গোলযোগ, সন্ত্রাস ও মারামারি দেশের অন্যান্য শহরের কলেজগুলোতেও হয়েছে।

নির্বাচন মানেই সংঘর্ষ, কারচুপি এবং পেশীশক্তির প্রাধান্য। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ঢালাওভাবে সেই একই পন্থা নেওয়া হচ্ছে।

এতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতিতে উত্তরোত্তর হিংসার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বাড়ছে। সর্বত্রই শিক্ষাঙ্গনে চলছে অস্ত্রের মহড়া। সমস্ত রকম ন্যায়নীতি, সহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের ধারা জোরদার হওয়ার পরিবর্তে গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গে এখন রণসাজ। অন্ততঃ ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ধরনের সন্ত্রাস, সংঘর্ষের রাজনীতি সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে এ ধরনের কথা মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

সন্ত্রাস ডেকে আনে সন্ত্রাস। হিংসা জন্ম দেয় হিংসার। ইডেন গার্লস কলেজে নির্বাচনোত্তর বিক্ষোভের রূপ সেই কথাটাই প্রমাণ করে।

দেশের রাজনীতির আবহাওয়া গত নির্বাচনের সময় যেরূপ উত্তপ্ত হয়েছিল, সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ যেরূপ অবাধ ছাড়পত্র পেয়েছিল, কলেজসমূহে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে তার পুনরাবৃত্তিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত করার সদিচ্ছা সকল রাজনৈতিক দলই প্রকাশ করেছে। জাতীয় সংসদে দলমত নির্বিশেষে সকল সদস্য শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। কিন্তু একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার পর কাজে পরিণত করার জন্য যে মানসিকতা অপরিহার্য এবং যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার অভাব রয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, ছাত্র সংগঠনসমূহ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন কিংবা কোনো কোনো মহলের ছত্রছায়ায় বর্ধিত ও লালিত।

সুতরাং তাদের সমর্থনের খুঁটি রয়েছে স্ব স্ব আদর্শ ও মত অনুযায়ী। আর সেখান থেকেই তাদের কার্যকলাপের উৎসাহ ও সমর্থন মেলে। এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েই রাজনৈতিক দলগুলো এই সমস্ত ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপের উচ্ছৃঙ্খল ও হিংসাশ্রয়ী প্রকাশ বন্ধে অবদান রাখতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অভিজ্ঞতা সেরকম কিছু বলে না। সুতরাং আজ ছাত্রদেরই ফিরে তাকাতে হবে এই পরিস্থিতি থেকে নিজেদের উদ্ধার করার প্রতি।

রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে ছাত্র সংগঠনসমূহকে নিজেদের মধ্যে এই হিংসার প্রবণতা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আজ তাদেরকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থে নিজেদের ব্যবহার করার পরিণতি সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। যেকোন ছাত্র সংগঠন হোকনা কেন, তাতে অল্পকিছু ছাত্র হয়তো থাকে যারা শক্তির জোরে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের দ্বারা চালিত না হয়ে যে কথাগুলো তারা বক্তৃতায়, সেমিনারে উচ্চারণ করে থাকে তার বিশুদ্ধতা কাজে প্রয়োগ করতে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

অতীতে ছাত্ররাই দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার পর এই সেদিনও রাজপথে তারা নিজেদের রক্ত দিয়েছে। তাদের ১১ দফাভিত্তিক গণআন্দোলনই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মুহূর্তে প্রচণ্ড গতিবেগ অর্জন করে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। জনসাধারণ তাদের ডাকেই কার্ফ্যু, গুলী, কারাগার তুচ্ছ করে বার বার রাজপথে নেমেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনে তারাই ছিল অগ্রণী ভূমিকায়।

আজও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষাঙ্গনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস সৃষ্টি বা গোলাগুলির মাধ্যমে জয়লাভ দেশের কোন বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে সমর্থ নয়, একথা সকল ছাত্র সংগঠনকে উপলব্ধি করতে হবে।

ব্যাপক ছাত্রসমাজ যদি সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসে, তবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মুষ্টিমেয় ছাত্রনামধারী গুণ্ডা এবং তাদের নাগরেদরা পিছু হটতে বাধ্য। ছাত্ররাই পারে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দূর করার মত বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে। কোন দলের লেজুড়বৃত্তি করে শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করা দুঃসাধ্য, একথা গত বার বছরে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনের বাইরে স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য এ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না। দলীয় রাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গনে যেকোন ধরনের ছাত্র তৎপরতা থেকে মুক্ত রাখা বা না-রাখা প্রধান প্রশ্ন নয়। কিন্তু তার জন্য সহপাঠী ছাত্রের মাথায় লাঠি মেরে কিংবা যে কোন উপায়ে তা সিদ্ধির পরিবর্তে কঠোরভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের উপর জোর দিতে হবে।